Sangbad Online
সংবাদ

তারিখ ঃ ০৩/১০/২০২৩ (পৃষ্ঠা ঃ ১২, ০২)

এখন চালের দাম নিম্নমুখী : কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

- কৃষির প্রথম রূপান্তরের কারিগর কাজী বদরুদ্দোজা
- বাংলাদেশ আয়তনে ৯৪তম হলেও কৃষি উৎপাদনে ১৪তম
- কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণের জন্য ব্যাংকের অর্থায়ন প্রক্রিয়া সহজ করতে হবে : ড. আনসারী

কৃষিমন্ত্রী আবদুর রাজ্জাক বলেছেন, বাংলাদেশের কৃষির রূপান্তর শুরু করেছিলেন কাজী বদরুদ্দোজা। তিনি এ দেশের সনাতন কৃষিকে বিজ্ঞানভিত্তিক করে গড়ে তুলেছিলেন, যার সুফল এখন আমরা ভোগ করছি। তবে এ রূপান্তরের দ্বিতীয় অংশটি এখন বড় চ্যালেঞ্জের। ধান রোপন থেকে শুরু করে মাড়াই পর্যন্ত এখন যান্ত্রীকিকরণ করতে হবে। এছাড়া কৃষির সব ক্ষেত্রে অধুনিকায়ন ও বাণিজ্যিকিকরণ করতে হবে। এর সঙ্গে মূল্য সংযোজন বাড়াতে কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ বাড়াতে হবে। কাজী বদরুদ্দোজা শুধু বাংলাদেশের কৃষির পথিকৃত নন, তিনি ভিয়েতনামের জাতীয় কৃষি মহাপরিকল্পনাতে অবদান রেখেছেন।

গতকাল রাজধানীর সিরডাপ আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত 'বাংলাদেশের কৃষির রূপান্তর : কাজী বদরুদ্দোজার আবদান' শীর্ষক বিএজেএফ জাতীয় কৃষি সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। বাংলাদেশ কৃষি সাংবাদিক ফোরাম (বিএজেএফ) আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিমন্ত্রী।

দুদিনব্যাপী বিএজেএফ জাতীয় কৃষি সম্মেলনের প্রথম দিনে এ সেমিনার আয়োজন করা হয়। এ সময় বিএজেএফের প্রকাশনার মোড়ক উন্মোচন করা হয়। এছাড়া প্রথম ও দ্বিতীয় দিনে দেশের ৬০ জন কৃষি সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। প্রথম দিনে কৃষি যান্ত্রীকিকরণ, কৃষি পণ্যের রপ্তানি, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় টেকসই কৃষি, বীজ ও ফল উৎপাদন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, 'এ দেশের অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্ব সবসময় ছিল এবং থাকবে। একসময় এ দেশে কম মানুষ ছিল তারপরেও আশ্বিন-কার্তিক মাসে মঙ্গা হতো উত্তরবঙ্গে। বৈশ্বিক সংকটের মধ্যে এ বছর চাল আমদানি করতে হয়নি। এ বছর শেষ নাগাদ পর্যন্ত আর চাল আমদানি করতে হবে না। এখন চালের দাম নিম্নমুখী। ভারত চালের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে, এর সমালোচনা চলছে আন্তর্জাতিকভাবে। তারপরেও আমাদের চালের দামটা কম কারণ কৃষিকে বিজ্ঞানভিত্তিক করা গেছে। এখন ধানের উৎপাদন বেড়েছে। এমন কৃষির রূপান্তরে কাজী বদরুদ্দোজা ছিলেন দূরদর্শী।'

তিনি ছিলেন বর্তমান আধুনিক কৃষির স্বপ্নদ্রষ্টা। রূপান্তরে তিনি কাজ করেছেন, নেতৃত্ব দিয়েছেন। সব বিজ্ঞানীর এই ক্ষমতা থাকেনা। যেটা বদরুদ্দোজার মধ্যে ছিল।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক মো. হামিদুর রহমান বলেন, কৃষি গবেষণা কাউন্সিল যেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেখানে পাঁচ তারকা হোটেল হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু কাজী বদরুদ্দোজা বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সরাসরি কথা বলে কৃষি গবেষণা কাউন্সিল তৈরির অনুমোদন নিয়ে আসেন। এসিআই এগ্রিবিজনেসেসের প্রেসিডেন্ট ড. ফা

➤ পৃষ্ঠা : ২ ক : ১

এখন চালের

(১২ পৃষ্ঠার পর)

হ আনসারী বলেন, 'দেশে কৃষি গবেষণায় সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি খাতও উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। বেসরকারি খাতের গবেষণা বাড়াতে সরকারের বিশেষ উদ্যোগ প্রয়োজন। এছাড়া যান্ত্রীকিকরনের জন্য ব্যাংকের অর্থায়ন প্রক্রিয়া সহজ করতে হবে। সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতের গবেষণা ও সম্প্রসারণ বাড়াতে কাজী বদরুদ্দোজার অবদান ছিল। কাজী বদরুদ্দোজা কেবল একজন বিজ্ঞানিই ছিলেন না। তিনি একজন স্বপ্নদর্শী ছিলেন। যিনি আমাদের দেশের কৃষির সব ক্ষেত্র তৈরি করেছেন। তার কাজ বিজ্ঞানিদের প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম অনুপ্রাণিত করবে।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনিস্টিউটের মহাপরিচালক (ডিজি) ড. মো. শাহজাহান কবীর বলেন, আমরা ধানের নতুন নতুন জাত দিয়েছি। চাল থেকে আমরা ৮০ শতাংশ প্রোটিন নিশ্চিত করবো। আমরা চাল থেকে জিংক আয়রন এন্টি অক্সিডেন্ট পূরনের চেষ্টা করছি।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বারি) মহাপরিচালক (ডিজি) ড. দেবাশীষ সরকার বলেন, আমাদের দেশে জমি কমে আসছে। আমাদের আরও একটি সংকট হলো জলবায়ু পরিবর্তন। আমরা চেষ্টা করছি কিভাবে জলবায়ু সহিষ্ণু জাত উদ্ভাবনের মাধ্যমে এ সংকট থেকে উত্তরণ করা যায়।

সেমিনারে 'বাংলাদেশের কৃষির রূপান্তর' বিষয়ক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি ব্যাবসা ও বিপণন বিভাগের অধ্যাপক ড. জাহাঙ্গীর আলম।

তিনি বলেন, আয়তনের দিক থেকে বাংলাদেশ ৯৪তম। কিন্তু কৃষি উৎপাদনে ১৪তম। অর্থাৎ জমি কম হলেও উৎপাদনে এগিয়েছি। কিন্তু কৃষিতে উৎপাদনশীলতায় দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ সর্বনিম্ন। আমাদের অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে আমাদের উৎপাদন বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। আমাদের অনেক আবাদযোগ্য পতিত জমি রয়েছে। সেগুলো চাষের আওতায় আনতে হবে। আমরা যেন আমাদের খাদ্য নিজেরাই উৎপাদন করতে পারি। তাহলে বৈশ্বিক কোনো সংকট আমাদের ক্ষতি করতে পারবে না।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন হর্টেক্স ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মো. রফিকুল আমিন।

daily sun
TRUE AND IMPARTIAL

Date: 03/10/2023 (Page: 01,11)

No need to import rice this year: Razzaque

Daily Sun Report, *Dhaka*

Agriculture Minister Muhammad Abdur Razzaque on Monday said there is no need to import rice this year as the country is self-sufficient in cereal production.

"Millers want to give rice to the public warehouses as they are getting higher prices from the government. The price of rice is now declining. Food shortages usually occur in the Bangla month of Ashwin, but this time it would not happen," he told a seminar, organised by the Bangladesh Agricultural Journalist Forum (BAJF) at the CIRDAP conference room.

Page 11 Col 2

No need to import rice

From Page 1

The minister said Kazi Badruddoza is not only a pioneer of agriculture in Bangladesh but also he contributed to the National Agricultural Master Plan of Vietnam.

"Kazi Badruddoza had started the transformation of agriculture in Bangladesh. He developed the traditional agriculture into a science-based one, the benefits of which we are enjoying now," Razzaque said at the event titled "Agriculture Transformation of Bangladesh: Contribution of Kazi M Badruddoza"

"But the second phase of the transformation is now a big challenge. Now mechanisation has to be done from paddy planting to threshing. Apart from this, all aspects of agriculture should be modernised and commercialised."

"The agricultural land is shrinking but the population is increasing. Climate change is also increasing risk. Amid the adversities, we must boost productivity," he said.

The tenure to develop new varieties of crops should bring down to 2-3 years from 7-8 years, said the minister.

"The prices of potatoes have increased. We have to introduce improved potato varieties that can produce 30-35 maunds of potatoes per hectare. If you can increase its production, you will get more potatoes in less land," he added.

BAJF President Golam Iftekhar Mahmud presided over the event while General Secretary Sahanwar Saeed Shaheen moderated the programme.

Bangladesh Rice Research Institute (BRRI) Director General Md Shahjahan Kabir, Bangladesh Agricultural Research Institute (BARI) Director General Debasish Sarker, former director general of the Department of Agricultural Extension (DAE) Hamidur Rahman, and ACI Agribusinesses President FH Ansarey spoke at the seminar.